



বাণী-

বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের সংস্থাসমূহ বিভিন্ন সেবা বিশেষ করে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, গ্যাস ও পরিবহন খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও মৎস্য এবং নির্মাণ সেক্টরেও এ সংস্থাসমূহ জনসেবা বাধ্যবাধকতা (Public Service Obligation) পালনে সরকারি ম্যান্ডেট বাস্তবায়ন করে জনকল্যাণে অর্থবহ ভূমিকা রাখছে। চলমান অর্থনৈতিক সংকটকালে সারাবিশ্বে, এমনকি উন্নত দেশসমূহেও, যখন সম্প্রসারণশীল অর্থনীতির রাশ টেনে ধরা হয়েছে, তখনই বাংলাদেশে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন হয়েছে, নির্মিত হয়েছে কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল। আজকে মেগাসিটি ঢাকা নগরীর বুক চিরে চলছে দূষণহীন মেট্রোরেল। সমাপ্ত হতে যাচ্ছে সবুজ শক্তির উৎস, আধুনিক ও নিরাপদতম প্রযুক্তিনির্ভর বৃগপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ। এসকল মেগাপ্রকল্প সৃষ্টি বাস্তবায়ন করেছে আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলো। এটি অনস্বীকার্য যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল উক্ত সংস্থাসমূহের আর্থিক কর্মকাণ্ড মনিটরিং ও মূল্যায়ন করে এবং প্রতিবছর তাদের বাজেট প্রস্তুত করে থাকে।

পূর্বের ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরেও মনিটরিং সেল ৪৯টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনসহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বিবরণী প্রকাশ করতে যাচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের গৃহীত উন্নয়ন পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বাজেটে আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য ৩২ হাজার ২১৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে নতুন নতুন গ্যাসকূপ খনন এবং এলএনজি আমদানিসহ জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণের উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে সাধিত হয়েছে প্রভূত উন্নতি। পদ্মা সেতুর মাধ্যমে রাজধানীর সাথে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। এতে দেশের জিডিপিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনে নির্মিত মেট্রোরেলের উত্তরা-মতিঝিল রুটকে কমলাপুর ও টঙ্গী অভিমুখে অধিকতর সম্প্রসারণসহ আরও ৫টি রুটে মেট্রোরেল স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান আছে।

রপ্তানি ও অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণসহ শিল্পায়নের গতিতে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হয়েছে এবং হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতে যুগোপযোগী উৎপাদন, সেবার মান ও পরিসর বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন ধরনের সংস্কার কর্মসূচি চালুর পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বের (পিপিপি) আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহের জন্য প্রণীত এ বাজেট সরকারি নীতিমালার সফল বাস্তবায়ন, গৃহীত কার্যক্রম পরিবীক্ষণের পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণসহ সর্বস্তরে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে- এ আমার বিশ্বাস।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয়তু শেখ হাসিনা,  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।



(ওয়াসিকা আয়শা খান এমপি)

প্রতিমন্ত্রী

অর্থ মন্ত্রণালয়